সভাপতি মাও সেতুঙের পাঁচটি প্রবন্ধ

★

সারা দুনিয়ার সর্বহারা, এক হও।

সভাপতি মাও সেতুঙের পাঁচটি প্রবন্ধ

★

বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়
পিকিং ১৯৭২

প্রকাশকের কথা

"সভাপতি মাও সেতুঙের পাঁচটি প্রবন্ধ" শীর্ষক পুস্তিকার বর্তমান বাংলা সংস্করণ ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে পিকিং গণ-প্রকাশনালয়ের দ্বারা প্রকাশিত চীনা সংস্করণ অনুসারে অনুবাদিত।

চীন গণ প্রজাতন্ত্রে মুদ্রিত

毛澤东

সূচীপত্র

জনগণের সেবা ১

নর্ম্যান বেথ্যুনের স্মরণে ৭

বোকা বুড়ো পাহাড় সরিয়েছিলেন ১৫

পার্টির ভেতরকার ভুল চিন্তাধারা সংশোধন করা সম্পর্কে ২৭

নিছক সামরিক দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে ২৯

উগ্র-গণতন্ত্র সম্পর্কে ৩৮

সাংগঠনিক শৃংখলা উপেক্ষা করার দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে ৪৩

নিরঙ্কুশ সমানাধিকারবাদ সম্পর্কে ৪৭

আত্মমুখীবাদ সম্পর্কে ৫১

ব্যক্তিতাবাদ সম্পর্কে ৫৪

ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীদের মতাদর্শ সম্পর্কে ৬১
অন্ধক্রিয়াবাদের অবশেষ সম্পর্কে ৬৪
উদারতাবাদের বিরোধিতা ৬৬

জনগণের সেবা

(৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪)

আমাদের কমিউনিস্ট পার্টি এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে অষ্টম রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ বাহিনী হচ্ছে বিপ্লবী বাহিনী। আমাদের এই বাহিনী সম্পূর্ণরূপে জনগণের মুক্তির জন্য এবং পুরোপুরিই জনগণের স্বার্থের জন্য কাজ করে। কমরেড চাং শি-দে আমাদের এই বাহিনীর মধ্যে অন্যতম কমরেড ছিলেন।

মানুষের মৃত্যু অবশ্যই হয়, কিন্তু মৃত্যুর

তাৎপর্য ভিন্ন। প্রাচীন চীনে শিমা ছিয়েন নামক একজন সাহিত্যিক বলেছিলেন, ‘‘মানুষের মৃত্যু অনিবার্য, কিন্তু তার তাৎপর্য হবে থাই পাহাড়ের চেয়েও ভারী বা বেলে হাঁসের পালকের চেয়েও হাল্কা।’’ জনগণের জন্য যিনি মৃত্যু বরণ করেন, তাঁর মৃত্যু থাই পাহাড়ের চেয়েও ভারী ; কিন্তু যে লোক ফ্যাসিস্টদের জন্য খাটে অথবা জনগণের শোষণকারী ও জনগণের অত্যাচারীদের জন্য মরে, তার মৃত্যু বেলে হাঁসের পালকের চেয়েও হাল্কা। কমরেড চাং শি-দে জনগণের স্বার্থের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন, তাই তাঁর মৃত্যু থাই পাহাড়ের চেয়েও ভারী।

আমরা জনগণের সেবা করি, তাই আমাদের কোনো ত্রুটি থাকলে, তা’ দেখিয়ে কোনো লোক আমাদের সমালোচনা করলে

আমরা ভয় করি না। যিনিই হোন না কেন, সবাই আমাদের ত্রুটি দেখিয়ে দিতে পারেন। যদি আপনার কথা ঠিক হয়, তা’হলে আমরা নিজদের ত্রুটি শুধরে নেবো। আপনি যে প্রস্তাব করবেন তা’তে যদি জনগণের উপকার হয়, তবে আমরা আপনার প্রস্তাব অনুসারেই কাজ করবো। ‘‘উন্নততর সৈন্য এবং সহজতর প্রশাসন ব্যবস্থা’’ এই মত পার্টি-বহির্ভূত লোক মিঃ লি তিন-মিং পেশ করেছিলেন; তাঁর প্রস্তাব ভাল এবং জনগণের পক্ষে হিতকর ছিল, তাই আমরা গ্রহণ করেছি। যা ভাল তা জনগণের স্বার্থে যদি আমরা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরি এবং যা ভুল তা জনগণের স্বার্থে সংশোধন করি, তা’হলে আমাদের এই বাহিনী অবশ্যই সমৃদ্ধশালী হবে।

আমরা সবাই সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এসেছি এবং একই বিপ্লবী উদ্দেশ্যের জন্য একত্রিত হয়েছি। আর, সমগ্র দেশের বিপুল সংখ্যাধিক জনগণের সংগেও আমাদের এই পথে চলা উচিত। আজ আমরা ৯ কোটি দশ লক্ষ জনসংখ্যা-বিশিষ্ট ঘাঁটি এলাকার নেতৃত্ব করছি, কিন্তু তাও যথেষ্ট নয়; একে আরো বিস্তৃত করা উচিত, তা'হলেই আমরা সমগ্র জাতির মুক্তি অর্জন করতে পারবো। আমাদের কমরেডদের কষ্টের সময়ে অবশ্যই সাফল্য ও ঔজ্জ্বল্যকে দেখতে হবে এবং আমাদের সাহস বাড়াতে হবে। চীনা জনগণ কষ্টে ভুগছেন, তাঁদের বাঁচানো আমাদের কর্তব্য, তাই আমাদের প্রয়াসের সংগে কঠোর সংগ্রাম করতে হবে। সংগ্রামে বলিদান অনিবার্য, মানুষের মৃত্যু স্বাভাবিক।

কিন্তু আমরা যদি জনগণের স্বার্থ এবং সংখ্যাধিক জনগণের দুঃখ দুর্দশা মনে রেখে জনগণের জন্য মৃত্যু বরণ করি, তা'হলে আমাদের মৃত্যু সার্থক হবে। তবে, আমাদের অনাবশ্যক প্রাণদানের সংখ্যা কমানোর জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা উচিত। আমাদের কেডারদেরকে প্রত্যেকটি সৈনিকের প্রতি যত্নবান হতে হবে, বিপ্লবী বাহিনীর সমস্ত লোককেই পরস্পরের যত্ন নিতে হবে, পরস্পরকে ভালবাসতে হবে ও সাহায্য করতে হবে।

এখন থেকে আমাদের বাহিনীতে যদি কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে, তিনি পাচক বা সৈনিক যাই হোন না কেন, যদি তিনি কিছুটা হিতকর কাজ করে থাকেন, তা'হলে তাঁর সম্মানার্থে আমাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও

শোক সভার আয়োজন করতে হবে। এটা একটা নিয়ম হওয়া উচিত। এই পদ্ধতি জনসাধারণের মধ্যেও প্রবর্তন করা উচিত। গ্রামে যদি কেউ মারা যায়, তা'হলে একটি শোক সভার আয়োজন করুন। এই পদ্ধতিতেই আমরা আমাদের শোক প্রকাশ করি, যাতে করে সমগ্র জনগণ ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন।

নর্ম্যান বেথ্যুনের স্মরণে

(২১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯)

কমরেড নর্ম্যান বেথ্যুন কানাডা কমিউ-নিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। তাঁর বয়স ৫০ বছরের বেশী ছিল, জাপানবিরোধী যুদ্ধে চীনকে সাহায্য করার জন্য কানাডা ও আমেরিকান কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রেরিত হয়ে তিনি হাজার হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে চীনে আসতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। গত বসন্তে তিনি উপস্থিত হন ইয়েনানে, পরে

কাজ করতে যান উথাই পার্বত্য অঞ্চলে এবং সেখানে কাজে নিয়োজিত থাকা কালে দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি শহীদ হন। একজন বিদেশী হয়েও তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে চীনা জনগণের মুক্তির কার্যকে নিজের বলে মনে করতেন, এটা কি ধরনের ভাব-মানস? এটা হচ্ছে আন্তর্জাতিকতাবাদের ভাব-মানস, এটা হচ্ছে কমিউনিজমের ভাব-মানস, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যেক সদস্যকেই এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। লেনিনবাদের মতে: পুঁজিবাদী দেশের সর্বহারা শ্রেণীর উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের জনগণের মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করা উচিত, আবার উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের সর্বহারা শ্রেণীরও পুঁজিবাদী দেশের সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করা

উচিত, শুধুমাত্র তা'হলেই বিশ্ববিপ্লব জয়ী হতে পারে। কমরেড বেথ্যুন এই লেনিনবাদী নীতি বাস্তবে প্রয়োগ করেছিলেন। আমাদের চীনা কমিউনিস্টদেরও অবশ্যই এই নীতি বাস্তবে প্রয়োগ করা উচিত। সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের সর্বহারা শ্রেণীর সংগে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত, জাপান, ব্রিটেন, আমেরিকা, জার্মানি, ইটালী ও অন্যান্য সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের সর্বহারা শ্রেণীর সংগে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। শুধু এই ভাবেই সাম্রাজ্যবাদকে নিপাত করা যাবে, আমাদের জাতি ও জনগণ এবং বিশ্বের জাতি ও জনগণের মুক্তি অর্জন করা যাবে। এ-ই হচ্ছে আমাদের আন্তর্জাতিকতাবাদ, সেই আন্তর্জাতিকতাবাদ যা' দিয়ে আমরা

সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও সংকীর্ণ দেশপ্রেমের বিরোধিতা করি।

কমরেড বেথ্যুন নিজের প্রতি লেশমাত্রও মনোযোগ না দিয়ে অপরের জন্য নিঃস্বার্থ-ভাবে কাজ করে গেছেন, তাঁর এই ভাব-মানস এখানেই অভিব্যক্ত করে যে, তিনি কাজের প্রতি অত্যন্ত দায়িত্বশীল ছিলেন এবং কমরেড ও জনগণের সংগে অত্যন্ত সহৃদয় ব্যবহার করতেন। প্রত্যেক কমিউ-নিস্টেরই তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। বেশ কিছু সংখ্যক লোক নিজদের কাজে দায়িত্বজ্ঞানহীন, তাঁরা ভারীটা ভয় করেন, হাল্কাটা গ্রহণ করেন, ভারী ভারগুলো অন্যদের কাঁধে ঠেলে দেন, নিজেরা হাল্কাটা বহন করেন। যদি তাঁদের সামনে কোনো কাজ পড়ে, তা'হলে প্রথমে তাঁরা নিজদের কথা ভাবেন, তার পরে অন্যদের। সামান্য একটা কাজ করলেই তাঁরা আত্ম-অহমিকায় মেতে উঠেন, নিজদের বড়াই করতে তাঁরা ভালবাসেন, তাঁরা এই ভয় করেন যে, তাঁদের কাজ সম্পর্কে হয়তো অপরে জানতে পারবে না। তাঁরা কমরেড ও জনগণের সংগে আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার করেন না, বরং নিরুত্তাপ, যত্নহীন ও নির্দয় ব্যবহার করেন। আসলে, এই ধরনের লোক কমিউনিস্ট নন, অন্ততঃপক্ষে তাঁদের প্রকৃত কমিউনিস্ট বলে ধরা যায় না। ফ্রণ্ট থেকে আগতদের মধ্যে এমন কেউ নেই যিনি বেথ্যুনের কথা বলার সময় তাঁর প্রশংসা করেন না এবং তাঁর ভাব-মানসের দ্বারা মুগ্ধ হন নি। শানসী—ছাহার—হোপে সীমান্ত এলাকার যে সব সৈন্য ও জনসাধার-

ণের চিকিৎসা ডাঃ বেথ্যুন নিজ হাতে করেছিলেন এবং যাঁরা ডাঃ বেথ্যুনের কাজকর্ম স্বচক্ষে দেখেছেন, তাঁরা মুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারেন নি। প্রত্যেক কমিউনিস্টকে অবশ্যই কমরেড বেথ্যুনের কাছ থেকে এই ধরনের প্রকৃত কমিউনিস্টের ভাব-মানস শেখা উচিত।

কমরেড বেথ্যুন একজন ডাক্তার ছিলেন, চিকিৎসা করাই ছিল তাঁর পেশা। তিনি প্রতিনিয়তই নিজের দক্ষতার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করতেন; সমগ্র অষ্টম রুট বাহিনীর মেডিক্যাল সার্ভিসে তাঁর চিকিৎসার দক্ষতা অত্যন্ত উচ্চমানের ছিল। যাঁরা ভিন্নতর কিছু দেখলেই নিজের কাজের পরিবর্তন চান এবং যাঁরা টেকনিক্যাল কাজকে অর্থহীন কাজ অথবা ভবিষ্যৎহীন কাজ বলে অবজ্ঞা করেন তাঁদের জন্যও এটা একটা চমৎকার শিক্ষা।

বেথ্যুনের সংগে আমার শুধুমাত্র একবার দেখা হয়েছিল। তারপর, তিনি আমাকে অনেক পত্র লিখেছিলেন। কিন্তু, ব্যস্ত থাকার কারণে আমি শুধু একটি মাত্র পত্রের উত্তর দিয়েছি, তাও তিনি পেয়েছেন কি না, জানি না। তাঁর মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছি। এখন আমরা সবাই তাঁকে স্মরণ করছি; এতেই প্রমাণিত হয় যে, তাঁর ভাব-মানস প্রত্যেককে কত গভীরভাবে অভিভূত করেছে। আমাদের সবারই তাঁর সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাব-মানস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এই ভাব-মানস গ্রহণ করলে সকলেই জনগণের পক্ষে খুবই হিতকর হবেন। একজন মানুষের যোগ্যতা বেশী অথবা কম হতে পারে, কিন্তু এই ভাব-মানস থাকলেই তিনি হতে পারেন মহাপ্রাণ

লোক, প্রকৃত লোক, নৈতিক চরিত্রসম্পন্ন লোক, নীচ রুচি থেকে মুক্ত লোক ও জনগণের জন্য হিতকর লোক।

বোকা বুড়ো পাহাড় সরিয়েছিলেন

(১১ই জুন, ১৯৪৫)

আমাদের কংগ্রেস খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। আমরা তিনটি কাজ করেছি: প্রথমতঃ, পার্টির লাইন নির্ধারণ করেছি ; এটাই হচ্ছে—সাহসের সাথে জনসাধারণকে জাগ্রত করা, জনগণের শক্তিকে সম্প্রসারিত করা, আমাদের পার্টির নেতৃত্বে জাপানী আক্রমণ-কারীদের পরাজিত করা, সমগ্র দেশের জন-গণকে মুক্ত করা এবং একটি নয়া গণতান্ত্রিক

চীন গড়ে তোলা। দ্বিতীয়তঃ, পার্টির নতুন নিয়মাবলী গ্রহণ করেছি। তৃতীয়তঃ, নির্বাচন করেছি পার্টির নেতৃস্থানীয় সংস্থা — কেন্দ্রীয় কমিটি। এখন থেকে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে সারা পার্টিকে নেতৃত্ব দিয়ে পার্টির লাইনকে কার্যে পরিণত করা। আমাদের কংগ্রেস ছিল বিজয়ের কংগ্রেস, ঐক্যের কংগ্রেস। প্রতি-নিধিরা তিনটা রিপোর্ট সম্পর্কে চমৎকার মন্তব্য করেছেন। অনেক কমরেড আত্ম-সমালোচনা করেছেন এবং ঐক্যের উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু করে আত্মসমালোচনার মাধ্যমে ঐক্যে উপনীত হয়েছেন। এই কংগ্রেস হচ্ছে ঐক্যের আদর্শ, আত্মসমালোচনার আদর্শ এবং পার্টির আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের আদর্শ।

কংগ্রেস সমাপ্তির পর বহু কমরেড তাঁদের নিজ নিজ কর্মস্থলে ফিরে যাবেন, আর

যাবেন বিভিন্ন যুদ্ধ-ফ্রণ্টে। কমরেডগণ, আপনারা বিভিন্ন স্থানে গিয়ে কংগ্রেসের লাইন প্রচার করবেন এবং সমগ্র পার্টির কমরেডদের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে ব্যাপক-ভাবে ব্যাখ্যা করবেন।

আমরা কংগ্রেসের লাইন প্রচার করব, যাতে সমগ্র পার্টি ও সারা দেশের জনগণ, বিপ্লব যে অবশ্যই জয়ী হবে, এতে আস্থা স্থাপন করতে পারেন। প্রথমে অগ্রগামী বাহিনীকে সচেতন করে দিতে হবে, যাতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও আত্মবলিদানে নির্ভয় হয়ে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে তাঁরা বিজয় অর্জন করেন। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়; অবশ্যই, সমগ্র দেশের ব্যাপক জনসাধারণকেও সচেতন করে দিতে হবে, যাতে তাঁরা স্বেচ্ছায় ও আনন্দে আমাদের সংগে একত্রে বিজয়

অর্জনের জন্য সংগ্রাম করতে পারেন। সমগ্র দেশের জনগণকে এই বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত করে তুলতে হবে যে, চীন চীনা জনগণেরই, প্রতিক্রিয়াশীলদের নয়। একটা প্রাচীন চীনা উপকথা আছে, তার নাম "বোকা বুড়ো পাহাড় সরিয়েছিলেন"। এ উপকথায় প্রাচীন কালের এক বুড়োর কাহিনী বলা হয়েছে, তিনি বাস করতেন উত্তর চীনে। উত্তর পাহাড়ের বোকা বুড়ো নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। তাঁর বাড়িটার দক্ষিণে ছিল দু'টা উচু পাহাড়, একটার নাম থাইহাং, অন্যটার নাম ওয়াংউ। এই দু'টা পাহাড় তাঁর বাইরে যাবার পথ রুখে দাঁড়িয়েছিল। তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে এই পাহাড় দু'টাকে কোদাল দিয়ে খুঁড়ে উপড়ে ফেলবার জন্য তাঁর ছেলেদের নিয়ে গেলেন। আর একজন

বুড়ো, জ্ঞানী নামে তিনি পরিচিত—এদের দেখে উপহাস করে বললেন, "তোমরা কি বোকার মতোই না কাজ করছো! এই বিরাট পাহাড় দু'টোকে খুঁড়ে উপড়ে ফেলা তোমাদের পিতাপুত্র ক'জনের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।" বোকা বুড়ো জবাব দিলেন, "আমি মরলে আমার ছেলেরা এ কাজ চালিয়ে যাবে, তারা যখন মরবে তখন থাকবে আমার নাতিরা আর তার পরে তাদের ছেলেরা ও নাতিরা। এমনি চলবে অনন্ত কাল ধরে। পাহাড় দু'টি অনেক উচু, কিন্তু আর তারা উচু হতে পারবে না। আমরা যতটুকু খুঁড়ে ফেলব, ততটুকুই তারা নীচু হবে। তা'হলে কেন আমরা তাদের খুঁড়ে সমান করতে পারবো না?" জ্ঞানী বুড়োর ভুল অভিমতটা খণ্ডন করে তিনি অবিচল

বিশ্বাসের সাথে প্রতিদিন খুঁড়তে থাকলেন। এই দেখে ভগবান মুগ্ধ হলেন, তিনি দু'জন দেবদূতকে পৃথিবীতে অবতরণ করালেন। তাঁরা এসে পাহাড় দু'টাকে পিঠে করে নিয়ে চলে গেলেন। আজ চীনা জনগণের মাথার উপরেও দু'টা প্রকাণ্ড পাহাড় চেপে আছে। একটা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ, আর অন্যটা সামন্ততন্ত্র। এ দু'টাকে খুঁড়ে উপড়ে ফেলবার জন্য অনেক দিন আগেই মনস্থির করেছে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি। আমাদের অবশ্যই অধ্যবসায়ী হতে হবে এবং কাজ করতে হবে বিরামহীনভাবে, আমরাও তখন ভগবানের মন গলাতে পারবো। আমাদের ভগবান কিন্তু চীনা জনসাধারণ ছাড়া আর কেউ নন। তাঁরা যদি একযোগে উঠে দাঁড়ান এবং আমাদের সংগে মিলে খুঁড়তে থাকেন,

তা'হলে এই দু'টা পাহাড়কে উপড়ে ফেলা যাবে না কেন?

আমেরিকায় ফিরে যাচ্ছেন এমন দু'জন আমেরিকানকে আমি গতকাল কথা প্রসংগে বলেছিলাম যে, আমেরিকান সরকার আমাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে, আমরা তা করতে দেবো না। চিয়াং কাই-শেককে সমর্থন করা এবং কমিউনিস্টদের বিরোধিতা করা—আমেরিকান সরকারের এই নীতির আমরা বিরোধিতা করি। কিন্তু আমাদের পার্থক্য করতে হবে প্রথমতঃ আমেরিকান জনগণের ও তাঁদের সরকারের মধ্যে, দ্বিতীয়তঃ আমেরিকান সরকারের নীতি নির্ধারণকারীদের ও অধীনস্থ সাধারণ কর্মীদের মধ্যে। আমি এই দু'জন আমেরিকানকে বলেছিলামঃ আপনাদের সরকারের নীতি নির্ধারণকারী-

দের বলবেন যে, আমাদের মুক্ত এলাকায় যেতে আমরা আপনাদের নিষেধ করি, কারণ আপনাদের নীতি হচ্ছে চিয়াং কাই-শেককে সমর্থন করা এবং কমিউনিস্টদের বিরোধিতা করা, তাই আমরা আপনাদের বিশ্বাস করি না। যদি আপনারা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে মুক্ত এলাকায় যেতে চান, তা'হলে আপনারা যেতে পারেন, কিন্তু এই সম্বন্ধে চুক্তি করতে হবে। যদি আপনারা চোরের মতো অন্ধকারে যত্রতত্র ঘোরা-ফেরা করতে চান, তা'হলে আমরা তার অনুমতি দেবো না। প্যাট্রিক জে হার্লি প্রকাশ্যে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সাথে অসহযোগিতার কথা ঘোষনা করেছেন, তবুও আবার আপনারা আমাদের মুক্ত এলাকায় গিয়ে ঘোরাফেরা করতে চান কেন?

আমেরিকান সরকারের চিয়াং কাই-শেককে সমর্থন করার ও কমিউনিস্টদের বিরোধিতা করার নীতি মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীলদের উন্মত্ততাকেই প্রকাশ করে। কিন্তু চীনা ও বৈদেশিক প্রতিক্রিয়াশীলদের চীনা জনগণের বিজয়কে বাধা দেবার সমস্ত অপচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। বর্তমান বিশ্বের গতিধারায় গণতন্ত্র হচ্ছে প্রধান ধারা, আর গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে প্রতিকূলধারা মাত্র। এই প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিকূলধারা এখন জাতীয় স্বাধীনতা ও জনগণের গণতন্ত্রের প্রধান ধারাকে দাবিয়ে রাখার অপচেষ্টা করছে, কিন্তু এটা কোনো দিনই প্রধান ধারায় পরিণত হবে না। এখন পুরাতন পৃথিবীতে আগের মতো যে তিনটি বৃহৎ দ্বন্দ্ব বিদ্যমান, সে সম্বন্ধে অনেক দিন পূর্বেই

স্তালিন বলেছিলেন: প্রথমতঃ সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহে সর্বহারা শ্রেণী ও বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব; দ্বিতীয়তঃ সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের মধ্যকার দ্বন্দ্ব; তৃতীয়তঃ উপনিবেশিক ও আধা-উপনিবেশিক দেশগুলো এবং উপনিবেশ-শাসক সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মধ্যকার দ্বন্দ্ব। এই তিনটি দ্বন্দ্ব যে কেবলমাত্র আগের মতো বিদ্যমান, তাই নয়, বরং আরো তীব্রতর ও ব্যাপকতর হয়েছে। এই দ্বন্দ্বগুলোর অস্তিত্ব ও বিকাশের কারণে, যদিও সোভিয়েত-বিরোধী, কমিউনিস্ট-বিরোধী, গণতন্ত্র-বিরোধী প্রতিকূলধারা এখনও বিদ্যমান, তবুও সেই দিন অবশ্যই আসবে, যে দিন এই প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিকূলধারা অতিক্রম করা যাবে।

এখন চীনে দু'টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হচ্ছে

—কুওমিনতাঙের ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেস। দু'টি কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন: একটির উদ্দেশ্য কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনা গণতান্ত্রিক শক্তিকে নির্মূল করা, চীনকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাওয়া; অন্যটির উদ্দেশ্য জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহী কুকুর—চীনা সামন্ততন্ত্রের শক্তিকে নিপাত করা, একটা নয়া গণতান্ত্রিক চীন গড়ে তোলা এবং চীনকে আলোকের দিকে নিয়ে যাওয়া। এই দু'টি লাইন পরস্পর সংগ্রাম করছে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, চীনা জনগণ চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এবং চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসের লাইনের দ্বারা পরিচালিত হয়ে পূর্ণ বিজয় অর্জন করবেন,

আর কুওমিনতাঙের প্রতিবিপ্লবী লাইন অনি-বার্যভাবেই ব্যর্থ হবে।

পার্টির ভেতরকার ভুল চিন্তাধারা সংশোধন করা সম্পর্কে

(ডিসেম্বর, ১৯২৯)

লাল ফৌজের চতুর্থ আর্মির কমিউনিস্ট পার্টি-সংগঠনে বিভিন্ন ধরনের অ-সর্বহারা শ্রেণীর চিন্তাধারা বিদ্যমান, পার্টির সঠিক লাইন অনুসরণে এটা অত্যন্ত বিরাট বাধার সৃষ্টি করছে। যদি সেগুলোকে সম্পূর্ণভাবে সংশোধন করা না হয়, তা'হলে লাল ফৌজের চতুর্থ আর্মি তার কাঁধে ন্যস্ত চীনের মহান

বিপ্লবী সংগ্রামের কর্তব্যভার অবশ্যই বহন করতে পারবে না। পার্টির সংগঠন-ভিত্তির বিপুল সংখ্যাধিক অংশটি কৃষক এবং অন্যান্য ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণী থেকে উদ্ভূত লোকদের নিয়ে গঠিত হয়েছে—এখানেই নিহিত রয়েছে চতুর্থ আর্মির পার্টি-সংগঠনের ভেতরকার বিভিন্ন রকম ভুল চিন্তাধারার উৎস ; কিন্তু, এই সব ভুল চিন্তাধারার বিরুদ্ধে পার্টির নেতৃস্থানীয় সংস্থার ঐক্যবদ্ধ দৃঢ় সংগ্রামের অভাব এবং পার্টি-সদস্যদের প্রতি সঠিক লাইনে শিক্ষাদানের অভাব—এটাও এর অস্তিত্ব ও বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ কারণ। কেন্দ্রীয় কমিটির সেপ্টেম্বর মাসের চিঠির মর্মবাণী অনুসারে এই কংগ্রেস চতুর্থ আর্মির পার্টি-সংগঠনে বিভিন্ন ধরনের অ-সর্বহারা শ্রেণীর চিন্তাধারার অভিব্যক্তি, তার উৎস ও

সংশোধন করার পদ্ধতি সম্পর্কে উল্লেখ করেছে এবং সেগুলোকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার জন্য কমরেডদের কাছে আহ্বান জানিয়েছে।

নিছক সামরিক দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে

লাল ফৌজের কোনো কোনো কমরেডের মধ্যে নিছক সামরিক দৃষ্টিকোণ খুবই বিকাশ লাভ করেছে। এটা নিজকে এই ভাবে প্রকাশ করে :

(১) এই সব কমরেড সামরিক ব্যাপার ও রাজনীতিকে পরস্পর-বিরোধী বলে মনে করেন এবং সামরিক ব্যাপার যে রাজনৈতিক কর্তব্য সম্পাদনের অন্যতম যন্ত্র মাত্র, এ কথা তাঁরা অস্বীকার করেন। এমন কি,

কেউ কেউ আরো বলেন, "সামরিক ব্যাপারে ভাল হলে স্বভাবতঃই রাজনীতিতে ভাল হবে, সামরিক ব্যাপারে ভাল না হলে রাজনীতিতেও ভাল হতে পারে না।" এই ভাবে তাঁরা আরো দূরে চলে গেছেন, তাঁদের মতে সামরিক ব্যাপার রাজনীতির উপর নেতৃত্ব করে।

(২) তাঁরা মনে করেন যে, শ্বেত বাহিনীর মতো লাল ফৌজেরও কর্তব্য হচ্ছে কেবলমাত্র যুদ্ধ করা। তাঁরা এ কথা জানেন না যে, চীনা লাল ফৌজ হচ্ছে বিপ্লবের রাজনৈতিক কর্তব্য পালনের জন্য একটা সশস্ত্র দল। বিশেষ করে বর্তমানে, লাল ফৌজ যে কেবলমাত্র যুদ্ধই করে, তা অবশ্যই নয়, শত্রুর সামরিক শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য লড়াই করা ছাড়াও জনসাধারণের মধ্যে প্রচার

চালানো, জনসাধারণকে সংগঠিত করা, তাঁদেরকে সশস্ত্র করা, বিপ্লবী রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ও পার্টি-সংগঠন স্থাপনের কাজে তাঁদের সাহায্য করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যকেও এর কাঁধে তুলে নিতে হবে। নিছক লড়াই করার জন্যই লাল ফৌজ লড়াই করে না, পরন্তু লড়াই করে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার চালানোর জন্য, জনসাধারণকে সংগঠিত করার জন্য, তাঁদেরকে সশস্ত্র করার জন্য এবং বিপ্লবী রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে তাঁদের সাহায্য করার জন্য; এই সব উদ্দেশ্য ছাড়া লড়াই হয়ে উঠে অর্থহীন, আর লাল ফৌজের অস্তিত্বেরও কোনো তাৎপর্য থাকে না।

(৩) তাই, সাংগঠনিক দিক দিয়ে, এই সব কমরেডরা লাল ফৌজের রাজনৈতিক

কার্যনির্বাহক সংস্থাগুলিকে সামরিক কার্য-নির্বাহক সংস্থাগুলির অধীনে স্থান দেন এবং তাঁরা এই স্লোগানই পেশ করেন, "সৈন্যবাহিনীর সদর দপ্তরকেই বাইরের কার্য্য পরিচালনার ভার দেওয়া হোক।" এই ধরনের চিন্তাধারা যদি বাড়তে দেওয়া হয়, তা'হলে, তা' জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার বিপদই ডেকে আনবে, ডেকে আনবে সৈন্যবাহিনী কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করার এবং সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্ব থেকে দূরে সরে যাবারই বিপদ—এটা হবে সেই যুদ্ধবাজবাদের পথ অনুসরণ করার মতো যে পথ কুওমিনতাং সৈন্যবাহিনী অনুসরণ করছে।

(৪) সংগে সংগে তাঁরা প্রচারকার্যের ক্ষেত্রে প্রচার-টিমের গুরুত্বও উপেক্ষা করেন।

জনসাধারণের সংগঠনের প্রশ্নে তাঁরা সৈন্য-বাহিনীতে সৈনিক-সমিতি সংগঠিত করার কাজ এবং স্থানীয় শ্রমিক ও কৃষকসাধারণকে সংগঠিত করার কাজ উপেক্ষা করে চলেন। ফলে, প্রচার এবং সাংগঠনিক কাজ সবই বাতিল হয়।

(৫) যখন কোনো যুদ্ধে জিতেন, তখন তাঁরা অহংকারী হয়ে উঠেন, আর যুদ্ধে যখন হারেন তখন তাঁরা হতাশ হয়ে পড়েন।

(৬) স্ববিভাগীয়বাদ—তাঁরা শুধু চতুর্থ আর্মির কথাই চিন্তা করেন এবং এ কথা তাঁরা জানেন না যে, স্থানীয় জনসাধারণকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করাটা লাল ফৌজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। এটা হচ্ছে ক্ষুদে দলবাদেরই এক বর্ধিত রূপ।

(৭) কিছু কমরেড চতুর্থ আর্মির সংকীর্ণ

পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে মনে করেন যে, এ ছাড়া আর কোনো বিপ্লবী শক্তির অস্তিত্ব নেই। তাই, নিজেদের শক্তি বজায় রাখার এবং সংগ্রামকে এড়িয়ে যাবার চিন্তা এদের খুবই প্রবল। এটা সুবিধা-বাদেরই অবশেষ।

(৮) আত্মমুখী এবং বাস্তবমুখী অবস্থাকে উপেক্ষা করে কিছু কিছু কমরেড বিপ্লবের তাড়াহুড়ার ব্যাধিতে ভোগেন, জনসাধারণের মধ্যে কঠোর ভাবে, পুংখানুপুংখরূপে কাজ করতে তাঁরা অনিচ্ছুক, মোহাবিষ্ট হয়ে তাঁরা শুধু বড় বড় কাজ করতেই চান। এটা হচ্ছে অন্ধক্রিয়াবাদের অবশেষ।

নিছক সামরিক দৃষ্টিকোণের উৎস হলো:

(১) নীচু রাজনৈতিক মান। তার ফলে সৈন্যবাহিনীতে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকা

এবং লাল ফৌজ ও শ্বেত বাহিনীর মধ্যকার মৌলিক পার্থক্য উপলব্ধি করতে না পারা।

(২) ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীর মনোবৃত্তি। বিগত যুদ্ধগুলোতে ধৃত বহু বন্দী সৈন্য লাল ফৌজে যোগ দিয়েছে, এই ধরনের ব্যক্তিরা সংগে করে নিয়ে এসেছে ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীর প্রবল মনোবৃত্তি; তার ফলেই, নিছক সামরিক দৃষ্টিকোণের ভিত্তি রচিত হয়েছে নিম্নস্তরে।

(৩) উপরোক্ত কারণ দু'টি থেকেই উদ্ভূত হয় তৃতীয় কারণ, সেটা হলো সামরিক শক্তির উপর অতি-বিশ্বাস এবং জনসাধারণের শক্তির উপর অবিশ্বাস।

(৪) পার্টি সামরিক কাজের প্রতি সক্রিয়-ভাবে নজর দেয় নি এবং তা' আলোচনা করে নি, কিছু কিছু কমরেডদের নিছক

সামরিক দৃষ্টিকোণের উৎপত্তির সেটাও একটা কারণ।

সংশোধনের পদ্ধতি:

(১) শিক্ষার মাধ্যমে পার্টির ভেতরে রাজনৈতিক মান উন্নত করা, নিছক সামরিক দৃষ্টিকোণের তাত্ত্বিক উৎস নির্মূল করা এবং লাল ফৌজ ও শ্বেত বাহিনীর মধ্যকার মৌলিক পার্থক্যকে স্পষ্ট করা। সংগে সংগে সুবিধাবাদের ও অন্ধক্রিয়াবাদের অবশেষ নির্মূল করা, চতুর্থ আর্মির স্ববিভাগীয়বাদকে ভেংগে দেওয়া।

(২) অফিসার ও সৈনিকদের রাজনৈতিক ট্রেনিং, বিশেষ করে, প্রাক্তন যুদ্ধবন্দীদের শিক্ষাদান জোরদার করে তোলা। সংগে সংগে যত দূর সম্ভব, লাল ফৌজে ভর্তির জন্য সংগ্রামে অভিজ্ঞ শ্রমিক-কৃষককে স্থানীয়

সরকার কর্তৃক বাছাই করা; এই ভাবে, নিছক সামরিক দৃষ্টিকোণের উৎস সাংগঠনিকভাবে দুর্বল করা, এমন কি নিশ্চিহ্ন করা।

(৩) লাল ফৌজের পার্টি-সংগঠনকে সমালোচনা করার জন্য স্থানীয় পার্টি-সংগঠনকে উদ্বুদ্ধ করা এবং লাল ফৌজকে সমালোচনা করার জন্য জনসাধারণের রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাগুলোকে উদ্বুদ্ধ করা, যাতে লাল ফৌজের পার্টি-সংগঠন এবং অফিসার ও সৈনিকদের উপর প্রভাব বিস্তার করা যায়।

(৪) সামরিক কাজের প্রতি পার্টিকে সক্রিয়ভাবে নজর দিতে হবে এবং সে সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। সমস্ত কাজ সৈন্যসাধারণের মাধ্যমে কার্যকরী করার

পূর্বে সে সম্পর্কে পার্টিতে আলোচনা করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

(৫) লাল ফৌজের জন্য এমন সব নিয়ম-কানুন রচনা করা, যার মধ্য দিয়ে তাদের কর্তব্য স্পষ্টভাবে নিরূপিত হয়, স্পষ্টভাবে নিরূপিত হয় লাল ফৌজের সামরিক কাজের ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক কাজের ব্যবস্থার মধ্য-কার সম্পর্ক, লাল ফৌজ আর জনসাধারণের মধ্যকার সম্পর্ক; স্পষ্টভাবে নিরূপিত হয়, সৈনিক-সমিতিগুলোর ক্ষমতা আর সামরিক ও রাজনৈতিক সংস্থাগুলোর সাথে তাদের সম্পর্ক।

উগ্র–গণতন্ত্র সম্পর্কে

লাল ফৌজের চতুর্থ আর্মি কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ মেনে নেবার পর, উগ্র-গণতন্ত্রের অভিব্যক্তি অনেক কমে গেছে। যেমন, এখন পার্টির সিদ্ধান্ত অপেক্ষাকৃত-ভাবে কার্যকরী করা হচ্ছে; লাল ফৌজের ভেতরে তথাকথিত “নীচুতলা থেকে উপর-তলা পর্যন্ত গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা” প্রয়োগ করা হোক এবং “নিম্নতর স্তরে প্রথমে সব বিষয় আলোচিত হোক, তারপর উচ্চতর স্তরে সিদ্ধান্ত গৃহীত হোক” ইত্যাদি ভুল দাবী আর কেউ উত্থাপন করেন না। কিন্তু আসলে, এই ধরনের কমে যাওয়াটা শুধু সাময়িক ও বাহ্যিক অভিব্যক্তি, এর অর্থ এই নয় যে, উগ্র-গণতান্ত্রিক চিন্তা-ধারাকে ইতিমধ্যেই নির্মূল করা হয়েছে। অন্য কথায়, উগ্র-গণতন্ত্রের মূল এখনো বহু কমরেডের মনে গভীরভাবে বাসা বেঁধে রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, সিদ্ধান্তগুলো কার্য-

করা করতে বিভিন্ন ধরনের নিমরাজী-মূলক মনোভাবের প্রকাশই এর প্রমাণ।

সংশোধনের পদ্ধতি :

(১) তত্বের ক্ষেত্রে উগ্র-গণতন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করা। প্রথম, এটা দেখিয়ে দেওয়া দরকার যে, উগ্র-গণতন্ত্রের বিপদ হচ্ছে: পার্টি-সংগঠনের ক্ষতি করা, এমন কি তার পুরোপুরি সর্বনাশ করা এবং পার্টির সংগ্রামী শক্তিকে দুর্বল করা, এমন কি তার পুরোপুরি ধ্বংস সাধন করা, পার্টিকে তার সংগ্রামের দায়িত্ব বহন করতেও অক্ষম করে তোলা, এর ফলে, বিপ্লবের পরাজয় ডেকে আনা হয়। দ্বিতীয়, এটা দেখিয়ে দেওয়া উচিত যে, উগ্র-গণতন্ত্রের উৎস রয়েছে ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণীর উদারনৈতিক উচ্ছৃংখলতায়। এটাকে পার্টির ভেতরে টানলেই, তা রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে উগ্র-গণতান্ত্রিক ভাবধারায় রূপলাভ করে। সর্বহারা শ্রেণীর সংগ্রামী কর্তব্যের সংগে এই ভাবধারা একেবারেই অসংগতিপূর্ণ।

(২) সাংগঠনিক ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীভূত পরিচালনায় গণতান্ত্রিক জীবন সুনিশ্চিত করা। তার লাইন হচ্ছে নিম্নরূপ :

১. পার্টির নেতৃস্থানীয় সংস্থার নির্ভুল পরিচালনার লাইন থাকতে হবে এবং সমস্যা দেখা দিলেই তা সমাধানের উপায় বের করতে হবে, যাতে করে নিজদেরকে নেতৃত্বের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

২. উচ্চতর সংস্থাকে নিম্নতর সংস্থার অবস্থা ও জনসাধারণের জীবনের অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকতে হবে, যাতে করে সঠিক পরিচালনার বাস্তব ভিত্তি স্থাপিত হতে পারে।

৩. পার্টির সকল স্তরের সংস্থারই বিবেচনা-হীনভাবে সমস্যার সমাধান করা উচিত নয়। একবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে, অবশ্যই তা দৃঢ়তার সংগে পালন করতে হবে।

৪. উচ্চতর সংস্থার যে সব সিদ্ধান্ত কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলোকে অবশ্যই নিম্নতর সংস্থায় এবং পার্টি-সদস্যসাধারণের কাছে দ্রুত পৌঁছে দিতে হবে। তার পদ্ধতি হচ্ছে সক্রিয় ব্যক্তিদের সভা, অথবা পার্টি-শাখার সভা, এমন কি, কলামের পার্টি-সদস্যদের সভাও (যখন অবস্থানুসারে তা সম্ভব) ডাকতে হবে, সে রকম সভায় রিপোর্ট প্রদানের জন্য লোক পাঠাতে হবে।

৫. পার্টির নিম্নতর সংস্থাগুলোকে ও পার্টি-সদস্যসাধারণকে উচ্চতর সংস্থার নির্দেশাদির পুংখানুপুংখরূপে আলোচনা করতে হবে,

যাতে করে এর তাৎপর্য তাঁরা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেন এবং তা পালন করার পদ্ধতি স্থির করতে পারেন।

সাংগঠনিক শৃংখলা উপেক্ষা করার দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে

চতুর্থ আর্মির পার্টি-সংগঠনে সাংগঠনিক শৃংখলাকে উপেক্ষা করার দৃষ্টিকোণ নিম্নলিখিত ভাবে অভিব্যক্ত হয়:

(ক) সংখ্যাগরিষ্ঠকে সংখ্যালঘিষ্ঠের মেনে না নেওয়া। যেমন, যখন সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়, তখন তাঁরা আন্তরিক ভাবে পার্টির সিদ্ধান্তকে অনুসরণ করেন না।

সংশোধনের পদ্ধতি:

(১) সভায় সকল অংশগ্রহণকারীকেই

তাঁদের অভিমত যথাসম্ভব সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। বিতর্কের প্রশ্নে কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক, তা পরিষ্কার করে দিতে হবে, সেখানে কোনো আপস বা যেন-তেন করা চলবে না। সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে যদি একবারে সমস্যার সমাধান করতে না পারা যায় তা'হলে আবার তা আলোচনা করতে হবে (অবশ্যই তাতে যদি কাজ ব্যাহত না হয়)।

(২) পার্টির অন্যতম শৃংখলা হলো সংখ্যা-লঘু সংখ্যাগুরুর অধীন। সংখ্যালঘুর মতামত যদি বাতিল করা হয়, তা'হলে সংখ্যাগুরুর গৃহীত সিদ্ধান্তকে তাঁদের অবশ্যই সমর্থন করতে হবে। প্রয়োজন হলে পরবর্তী সভায় তা আলোচনার জন্য পুনরায় পেশ করা যেতে পারে, এ ছাড়া কার্যকলাপে কোনো রকম

আপত্তিই প্রকাশ করা উচিত নয়।

(খ) সাংগঠনিক শৃংখলার উপেক্ষামূলক সমালোচনা :

(১) পার্টির ভেতরকার সমালোচনা হচ্ছে পার্টির সংগঠনকে সুদৃঢ় করার ও পার্টির সংগ্রামী শক্তিকে বৃদ্ধি করার একটা হাতিয়ার। কিন্তু লাল ফৌজের পার্টির ভেতরকার সমা-লোচনা যে সব সময়েই এই প্রকৃতির হয় তা নয়, কোনো কোনো সময় তা ব্যক্তিগত আক্রমণে পরিণত হয়। তার ফলে, শুধুমাত্র ব্যক্তি-বিশেষেরই নয়, বরং পার্টির সংগঠনেরও সর্বনাশ হয়। এটা হচ্ছে ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণীর ব্যক্তিতাবাদের অভিব্যক্তি। শুধরা-নোর পদ্ধতি হচ্ছে পার্টি-সদস্যদের বুঝানো যে, সমালোচনার উদ্দেশ্য হলো শ্রেণী সংগ্রামে জয়লাভের জন্য পার্টির সংগ্রামী

শক্তিকে বাড়ানো; আর সমালোচনাকে ব্যক্তিগত আক্রমণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়।

(২) বহু পার্টি-সদস্য তাঁদের সমালোচনা পার্টির ভেতরে করেন না, করেন পার্টির বাইরে। এর কারণ হচ্ছে যে, সাধারণ পার্টি-সদস্যরা পার্টি-সংগঠনের (পার্টির সভা ইত্যাদির) গুরুত্ব এখনও বুঝেন নি, তাঁরা মনে করেন যে, সংগঠনের বাইরে বা ভেতরে সমালোচনা করায় কোনো পার্থক্য নেই। শুধরানোর পদ্ধতি হচ্ছে পার্টি-সদস্যদের শিক্ষা দেওয়া, যাতে তাঁরা বুঝতে পারেন পার্টি-সংগঠনের গুরুত্ব এবং বুঝতে পারেন যে, পার্টি-কমিটি বা কমরেডদের সমালোচনা পার্টির সভায় করা উচিত।

নিরঙ্কুশ সমানাধিকারবাদ সম্পর্কে

লাল ফৌজে নিরঙ্কুশ সমানাধিকারবাদ এক সময়ে অত্যন্ত গুরুতরভাবে বিকাশ লাভ করেছিল। যেমন, আহত সৈনিকদের ভাতা দেবার ব্যাপারে সামান্য আহত ও গুরুতররূপে আহতদের মধ্যে পার্থক্য করার বিরোধিতা করে সকলের জন্য সমান ভাতা দেবার দাবি উত্থাপন করা হতো। যখন অফিসারেরা ঘোড়ায় চড়ে যেতো, তখন সেটাকে তাদের কর্তব্য সম্পাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলে না দেখে তাকে বরং অসাম্যের নিদর্শন হিসেবে দেখা হতো। সকলের মধ্যে একেবারে সমান ভাবে দ্রব্য বণ্টন করার দাবি করা হতো। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কিছুটা বেশী জিনিস বণ্টনে অনিচ্ছা প্রকাশ

করা হতো। চাল বহন করার ব্যাপারে দাবি উঠতো যে, প্রত্যেককেই সমান ওজনের বোঝা বহন করতে হবে, তা তার বয়স বা শারীরিক সামর্থ্য যাই হোক না কেন। সৈন্যদের জন্য বাসস্থান নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে সমানাধিকার দাবি করা হতো, সদর দপ্তর কিছুটা বড় ঘর নিলে তাকে গালি দেওয়া হতো। সৈন্যদের নিয়মিত কাজ ব্যতীত যে বিবিধ কাজ-কর্ম করতে দেওয়া হয় সে কাজ নির্দিষ্ট করার ব্যাপারেও সমানাধিকার দাবি করা হতো এবং অপরের চেয়ে সামান্য বেশী কাজ করতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করা হতো। এমন কি, যখন আহত ব্যক্তির সংখ্যা দুই, কিন্তু, স্ট্রেচারের সংখ্যা এক, তখন কাউকেও বহন করা যেতো না, কারণ, তারা একজনকে

নিয়ে যাওয়ার চাইতে দু' জনের না যাওয়াটাই পছন্দ করতো। এতে প্রমাণিত হয় যে, লাল ফৌজের অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে নিরঙ্কুশ সমানাধিকারবাদ এখনো গুরুতররূপে বিরাজমান।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উগ্র-গণতন্ত্রের মতোই, নিরঙ্কুশ সমানাধিকারবাদের উৎস হচ্ছে হস্তশিল্প ও ক্ষুদ্র কৃষি-অর্থনীতির ফল, পার্থক্য শুধু এই যে, একটিকে দেখা যায় রাজনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে, অপরটিকে দেখা যায় বৈষয়িক জীবনের ক্ষেত্রে।

সংশোধনের পদ্ধতি: এটা দেখিয়ে দিতে হবে যে, নিরঙ্কুশ সমানাধিকারবাদ কেবল কৃষক ও অন্যান্য ছোট ছোট মালিকদের একটি মোহ মাত্র, শুধু যে পুঁজিবাদের অবসানের পূর্বে এমনি হয় তা নয়, এমন

কি, সমাজতন্ত্রের কালেও তথাকথিত নিরঙ্কুশ সমানাধিকার নিশ্চয়ই থাকবে না। কারণ, তখনও বৈষয়িক জিনিসগুলোর বণ্টন "প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ, আর কাজ অনুযায়ী পাওনার" নীতি এবং কাজের প্রয়োজন অনুসারে করতে হবে। লাল ফৌজের লোকজনদের বৈষয়িক জিনিস-গুলোর বণ্টন প্রায় সমানভাবেই হওয়া উচিত, যেমন, অফিসার ও সৈনিকদের সমান বেতন, কারণ, বর্তমান সংগ্রামের অবস্থায় এটা প্রয়োজন। কিন্তু সম্পূর্ণ বিচার-বিবেচনাহীন নিরঙ্কুশ সমানাধিকারবাদের অবশ্যই বিরোধিতা করতে হবে, কারণ, সংগ্রামের জন্য এটার প্রয়োজন নেই বরং এটা সংগ্রামকে ব্যাহত করে।

আত্মমুখীবাদ সম্পর্কে

আত্মমুখীবাদ কোনো কোনো পার্টি-সদস্যদের মধ্যে গুরুতররূপে বিদ্যমান, এটা রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণের জন্য ও কাজের পরিচালনার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। কারণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির আত্মমুখী-বাদী বিশ্লেষণ এবং কাজের আত্মমুখীবাদী পরিচালনার অনিবার্য ফল, হয় সুবিধাবাদ, না হয় অন্ধক্রিয়াবাদ। পার্টির ভেতরে আত্ম-মুখীবাদী সমালোচনা, ভিত্তিহীন আজে বাজে কথাবার্তা বা পরস্পরের প্রতি সন্দেহ প্রায়ই পার্টির ভেতরে নীতিহীন বিরোধের সৃষ্টি করে এবং পার্টি-সংগঠনের ক্ষতি করে।

পার্টির ভেতরকার সমালোচনার সমস্যা সম্পর্কে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা

উচিত, তা হচ্ছে এই যে, কোনো কোনো কমরেড সমালোচনা করার সময় বড় বড় বিষয়ের উপর মনোযোগ না দিয়ে কেবলমাত্র ছোটখাটো বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেন। তাঁরা বোঝেন না যে, সমালোচনার প্রধান কর্তব্য হচ্ছে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ভুল-ভ্রান্তি দেখিয়ে দেওয়া। ব্যক্তিগত ত্রুটির ব্যাপারে, যদি রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ভুল-ভ্রান্তির সংগে জড়িত না হয়, তা'হলে ছিদ্রানুসন্ধানের কোনো দরকার নেই। অন্যথায়, কমরেডরা হতভম্ব হয়ে পড়বেন। অধিকন্তু, এ ধরনের সমালোচনা যদি একবার বিকাশ লাভ করে, তা'হলে পার্টির ভেতরের মনোযোগ শুধু ছোটখাটো ত্রুটির উপরেই কেন্দ্রীভূত হবে এবং প্রত্যেকেই ভীরু ও অতি সাবধানী ভদ্রলোক

হয়ে পড়বেন, আর ভুলে যাবেন পার্টির রাজনৈতিক কর্তব্য। এটা খুবই বিপদজনক।

সংশোধনের পদ্ধতি: প্রধানতঃ পার্টি-সদস্যদেরকে শিক্ষা দেওয়া, যাতে পার্টি-সদস্যদের চিন্তাধারা ও পার্টির ভেতরকার জীবন হবে রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ ও বিজ্ঞানসম্মত। এই উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর জন্য আমাদের নিম্নলিখিত কাজগুলো করতে হবে: (১) আত্মমুখীবাদী বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করার পরিবর্তে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পদ্ধতি দিয়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ ও শ্রেণী-শক্তির মূল্যায়ন করতে পার্টি-সদস্যদের শিক্ষা দিতে হবে। (২) সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনুসন্ধান এবং পর্যালোচনার দিকে পার্টি-সদস্যদের মনোযোগী করে তুলতে হবে, যাতে করে তাঁরা

এর ভিত্তিতে সংগ্রামের কৌশল ও কাজের পদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারেন। কমরেডদের বুঝতে দিতে হবে যে, বাস্তব অবস্থার অনুসন্ধান ছাড়া তাঁরা কল্পনা ও অন্ধক্রিয়ার গভীর গর্তে পতিত হবেন। (৩) পার্টির ভেতরকার সমালোচনায়, আত্মমুখীতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও সমালোচনার ইতরামির বিরুদ্ধে সতর্ক হতে হবে, কথা বলার সময় তথ্যভিত্তিক হতে হবে এবং সমালোচনায় রাজনৈতিক দিকের উপর মনোযোগ দিতে হবে।

ব্যক্তিতাবাদ সম্পর্কে

লাল ফৌজের পার্টি-সংগঠনে ব্যক্তিতাবাদের ঝোঁকের বিভিন্ন অভিব্যক্তি নিম্নরূপ :

(১) প্রতিশোধবাদ। পার্টির ভেতরে

কোনো সৈনিক-কমরেডের দ্বারা সমালোচিত হবার পর, কিছু কিছু লোক পার্টির বাইরে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজতে থাকেন; প্রহার করা বা গালিগালাজ করা তাঁদের প্রতিশোধ নেবার অন্যতম পথ। পার্টির ভেতরেও তাঁরা প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজতে থাকেন; "এই সভায় তুমি আমার বিরুদ্ধে বলেছ, তাই, পরের সভায় এর প্রতিশোধ নেবার জন্য আমি তোমার ছিদ্রানুসন্ধান করবোই"। এই ধরনের প্রতিশোধবাদ উদ্ভূত হয় সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে; এটা শ্রেণীর স্বার্থকে ও সমগ্র পার্টির স্বার্থকে উপেক্ষা করে। এর লক্ষ্য শত্রু-শ্রেণীর বিরুদ্ধে নয়, বরং নিজদের বাহিনীর মধ্যকার ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে। এটা ক্ষয়কারী, এতে পার্টি-সংগঠন ও সংগ্রামী শক্তি দুর্বল হয়।

(২) ক্ষুদে দলবাদ। কিছু কিছু কমরেড শুধু তাঁদের নিজস্ব ক্ষুদে দলের স্বার্থের প্রতি মনোযোগ দেন, সামগ্রিক স্বার্থকে উপেক্ষা করেন; ভাসাভাবে দেখতে গেলে, এটা ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থের জন্য নয়, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এর ভেতরেই নিহিত রয়েছে সংকীর্ণতম ব্যক্তিতাবাদ, একই ভাবে, এটা অত্যন্ত ক্ষতিকারক ও কেন্দ্রাতিগ। ক্ষুদে দলবাদ দীর্ঘকাল পর্যন্ত লাল ফৌজে প্রবল-ভাবে প্রচলিত ছিল, সমালোচনার ফলে তা এখন কিছুটা ভাল হয়েছে, কিন্তু এর অবশেষ এখনো রয়ে গিয়েছে এবং এটা কাটিয়ে ওঠার জন্য আরও প্রচেষ্টা করা দরকার।

(৩) ভাড়াটে লোকের মনোবৃত্তি। কিছু কিছু কমরেড এটা উপলব্ধি করেন না যে, পার্টি ও লাল ফৌজ উভয়েই হচ্ছে বিপ্লবের কর্তব্য সাধনের হাতিয়ার, আর তাঁরা নিজেরা হচ্ছেন তার সদস্য। তাঁরা একথা উপলব্ধি করেন না যে, তাঁরা নিজেরাই হচ্ছেন বিপ্লবের স্রষ্টা, তাঁরা মনে করেন যে, কেবল-মাত্র তাঁদের নিজ নিজ উপরওয়ালাদের প্রতিই তাঁদের দায়িত্ব আছে, বিপ্লবের প্রতি তাঁদের কোনো দায়িত্ব নাই। বিপ্লবের কাজে এই ধরনের নিষ্ক্রিয় ভাড়াটে মনোবৃত্তি হচ্ছে ব্যক্তিতাবাদের একটা অভিব্যক্তিও বটে। বিপ্লবের জন্য শর্তহীনভাবে প্রচেষ্টা চালান এমন সক্রিয় ব্যক্তি কেন বেশী করে পাওয়া যায় না, এই ধরনের মনোবৃত্তি তার একটা কারণ। এ মতাদর্শ যদি নির্মূল না হয়, তা'হলে, সক্রিয় ব্যক্তির সংখ্যা বাড়বে না, বিপ্লবের গুরুভার আগাগোড়াই অল্প সংখ্যক লোকের কাঁধে থেকে যাবে এবং

তাতে সংগ্রামের অত্যন্ত ক্ষতি হবে।

(৪) ভোগবাদ। লাল ফৌজেও বেশ কিছু লোক আছেন যাঁদের ব্যক্তিতাবাদ ভোগবিলাসের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়। তাঁরা সব সময়েই আশা করেন যে, তাঁদের বাহিনী বড় বড় শহরে যাবেন। তাঁরা যে শহরে কাজ করার জন্য যেতে চান, তা নয়, বরং ভোগবিলাসের জন্যই যেতে চান। লাল এলাকা যেখানে জীবনযাত্রা কঠোর, সেখানে কাজ করতে তাঁরা সবচেয়ে বেশী অনিচ্ছুক।

(৫) নিষ্ক্রিয়তা ও কাজে ফাঁকি দেওয়া। কোনো কিছু যখন তাঁদের ইচ্ছার সংগে খাপ খায় না, তখন কিছু কিছু কমরেড নিষ্ক্রিয় হয়ে উঠেন এবং কাজ বন্ধ করে দেন। এটা ঘটে প্রধানতঃ শিক্ষার অভাবে,

আবার কখনো কখনো এটা ঘটে সমস্যার সমাধান করার, কাজ বণ্টন করার অথবা শৃংখলা প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিচালকদের অনুপযুক্ততা থেকে।

(৬) সৈন্যদল ত্যাগ করার মতাদর্শ। সৈন্যদল ত্যাগ করে স্থানীয় কাজে বদলি হয়ে যাবার জন্য আবেদন জানায় এমন লোকের সংখ্যা লাল ফৌজে দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ যে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত তা নয়, এর কারণ নিহিত রয়েছে অন্যত্রও, প্রথমতঃ লাল ফৌজের বৈষয়িক জীবনযাত্রার কষ্ট; দ্বিতীয়তঃ দীর্ঘ কাল ধরে সংগ্রামজনিত ক্লান্তি; তৃতীয়তঃ সমস্যার সমাধান করার, কাজ বণ্টন করার, অথবা শৃংখলা প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিচালকদের অনুপযুক্ততা ইত্যাদি।

সংশোধনের পদ্ধতি: প্রধানতঃ শিক্ষার কাজকে সুদৃঢ় করা যাতে মতাদর্শগত ক্ষেত্রে ব্যক্তিতাবাদকে সংশোধন করা যায়। পরে, উপযুক্তভাবে সমস্যার সমাধান করা, কাজ বণ্টন করা এবং শৃংখলা পালন করা। এর সংগে সংগে লাল ফৌজের বৈষয়িক জীবন-যাত্রার উন্নতি করার পথ খুঁজে বের করা এবং বৈষয়িক অবস্থার উন্নতির জন্য বিশ্রাম ও সঠিক অবস্থায় আনার প্রতিটি সম্ভাব্য সুযোগের সদ্ব্যবহার করা। শিক্ষাদানের সময়ে এ কথা অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে যে, ব্যক্তিতাবাদের সামাজিক উৎস হলো পার্টির অভ্যন্তরে ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণী ও বুর্জোয়া শ্রেণীর মতাদর্শের প্রতিফলন।

ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীদের মতাদর্শ সম্পর্কে

লাল ফৌজে ভবঘুরে ব্যক্তিদের সংখ্যা অনেক বেশী এবং সারা দেশে, বিশেষ করে দক্ষিণের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচুর ভবঘুরে-সাধারণ রয়েছে বলেই লাল ফৌজে ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীবাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ গজিয়ে উঠেছে। এই ধরনের মতাদর্শের অভিব্যক্তি নিম্নরূপ: (১) কিছু কিছু লোক ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলার, জনসাধারণের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করার দুরূহ কাজ করতে এবং তার মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে ইচ্ছুক নন, বরং শুধু ভ্রাম্যমাণ গেরিলা কার্যকলাপের পদ্ধতিতে রাজনৈতিক প্রভাব

বিস্তার করতে আকাঙ্ক্ষিত। (২) লাল ফৌজের প্রসারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু লোক স্থানীয় লাল রক্ষী বাহিনী ও স্থানীয় লাল ফৌজ বৃদ্ধি করার ভেতর দিয়ে নিয়মিত লাল ফৌজকে বাড়িয়ে তোলার লাইন অনুসরণ করেন না বরং "সৈন্য ভাড়া করার ও ঘোড়া কেনার" এবং "দলত্যাগীদের রিক্রুট করার ও বিদ্রোহীদের নিজদের বাহিনীতে ভর্তি করার" লাইন অনুসরণ করেন। (৩) কিছু কিছু লোকের মধ্যে জনসাধারণের সংগে থেকে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাবার ধৈর্য্য নেই, তাঁরা শুধু বেপরোয়া পান-ভোজের জন্য বড় বড় শহরে যেতে চান। এই সব ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীদের মতাদর্শের অভিব্যক্তি সঠিক কর্তব্য পালনে লাল ফৌজকে প্রবল-ভাবে বাধা দিচ্ছে। তাই, ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীদের মতাদর্শ নির্মূল করাটা প্রকৃতই হচ্ছে লাল ফৌজের পার্টি-সংগঠনের ভেতরকার সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। এ কথা বুঝতে হবে, হুয়াং ছাও এবং লী ছুয়াং ধরনের ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীবাদ আজকের অবস্থায় অগ্রাহ্য।

সংশোধনের পদ্ধতি :

(১) শিক্ষাদানের কাজ জোরদার করা, বেঠিক মতাদর্শের সমালোচনা করা এবং ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীবাদকে নির্মূল করা।

(২) ভবঘুরে চেতনা প্রতিহত করার জন্য লাল ফৌজের মূল অংশের মধ্যে এবং নতুন বন্দী সৈন্যদের মধ্যে শিক্ষাদানের কাজ জোরদার করে তোলা।

(৩) লাল ফৌজের গঠন পরিবর্তন করার জন্য সংগ্রামের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সক্রিয় শ্রমিক-

কৃষকদের লাল ফৌজে টেনে আনা।

(৪) সংগ্রামী শ্রমিক-কৃষকসাধারণের মধ্য থেকে লাল ফৌজের নতুন ইউনিট গড়ে তোলা।

অন্ধক্রিয়াবাদের অবশেষ সম্পর্কে

লাল ফৌজের পার্টি-সংগঠনে অন্ধক্রিয়াবাদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে সংগ্রাম করা হয়েছে, কিন্তু তাও যথেষ্ট নয়। সুতরাং, লাল ফৌজে অন্ধক্রিয়াবাদের মতাদর্শের অবশেষ এখনো বিদ্যমান রয়েছে। তাদের অভিব্যক্তি নিম্নরূপ: (১) আত্মমুখী ও বাস্তবমুখী অবস্থা বিচার-বিবেচনা না করে অন্ধভাবে কাজ করা। (২) শহরের কর্মনীতি অপর্যাপ্তভাবে ও অদৃঢ়ভাবে কার্যকরী করা। (৩) সামরিক শৃংখলা ঢিলে করা, বিশেষ করে, পরাজয়ের মুহূর্তে। (৪) আর কোনো কোনো ইউনিটের দ্বারা ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া। (৫) দলত্যাগী সৈন্যদের গুলি করে মারা এবং দৈহিক শাস্তি প্রদান—এগুলোও অন্ধক্রিয়াবাদের প্রকৃতি-সম্পন্ন। অন্ধক্রিয়াবাদের সামাজিক উৎস হচ্ছে ভবঘুরে-সর্বহারাদের মতাদর্শ ও ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণীর মতাদর্শের সংমিশ্রণ।

সংশোধনের পদ্ধতি:

(১) মতাদর্শগতভাবে অন্ধক্রিয়াবাদকে নির্মূল করা।

(২) নিয়মকানুন ও নীতির মাধ্যমে অন্ধক্রিয়ামূলক আচরণের সংশোধন করা।

উদারতাবাদের বিরোধিতা

(৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭)

আমরা সক্রিয় মতাদর্শগত সংগ্রামের পক্ষ নিই, কারণ এটা হচ্ছে লড়াইয়ের স্বার্থে পার্টির ভেতরকার ও বিপ্লবী সংগঠনগুলোর ভেতরকার ঐক্যলাভের হাতিয়ার। প্রত্যেক কমিউনিস্ট ও বিপ্লবীর এই হাতিয়ার গ্রহণ করা উচিত।

কিন্তু উদারতাবাদ মতাদর্শগত সংগ্রামকে বাতিল করে দেয় এবং নীতিহীন শান্তির পক্ষ

নেয়, এর ফলে ক্ষয়িষ্ণু ও অশিষ্ট রীতির সৃষ্টি হয় এবং পার্টি ও বিপ্লবী সংগঠনগুলোর কোনো কোনো ইউনিট ও কোনো কোনো ব্যক্তির মধ্যে রাজনৈতিক অধঃপতন ঘটে।

উদারতাবাদ বিভিন্নভাবে নিজকে প্রকাশ করে।

যখন সুস্পষ্টই দেখা যায় যে, কোনো লোক ভুল পথে যাচ্ছেন, অথচ সে লোক একজন পুরানো পরিচিত লোক, একই জায়গার অধিবাসী, সহপাঠী, ঘনিষ্ঠ বন্ধু, প্রিয়জন, পুরানো সহকর্মী বা পুরানো অধীনস্থ লোক বলে তাঁর সংগে নীতিগত-ভাবে যুক্তিতর্ক না করা, শান্তি ও সখ্যতা বজায় রাখার জন্য তাঁকে অবাধে চলতে দেওয়া। অথবা তাঁর সংগে সদ্ভাব বজায় রাখার জন্য হাল্কাভাবে কিছু বলা, কিন্তু

চূড়ান্তভাবে মীমাংসার চেষ্টা না করা। ফলে সংগঠন ও ব্যক্তি-বিশেষ উভয়েরই ক্ষতি হয়। এটা হচ্ছে প্রথম প্রকারের।

নিজের প্রস্তাব সংগঠনের সামনে সক্রিয়-ভাবে উত্থাপন না করে আড়ালে দায়িত্বজ্ঞান-হীন সমালোচনা করা। সামনা-সামনি কিছু না বলে পেছনে বাজে গুজব রটনা করা; সভায় কিছু না বলা, কিন্তু পরে আজে বাজে কথা বলা। যৌথ জীবনযাত্রার নীতির প্রতি আদৌ কোনো প্রকার শ্রদ্ধা না জানিয়ে নিজের ঝোঁকে চলা। এটা দ্বিতীয় প্রকারের।

যদি কোনো ব্যাপার নিজকে স্পর্শ না করে, তা'হলে তাকে শিকায় তুলে রাখা; কোনো বিষয়কে স্পষ্টতঃই ভুল জেনেও সে বিষয় সম্পর্কে যথাসম্ভব কম বলা; গা বাঁচা-নোর জন্য দোষ এড়িয়ে নির্বিবাদে ভাল মানুষ সেজে থাকা। এটা তৃতীয় প্রকারের।

আদেশ অমান্য করা এবং ব্যক্তিগত মতামতকে প্রথম স্থান দেওয়া। সংগঠনের কাছ থেকে শুধু বিশেষ সুবিধা দাবি করা, কিন্তু সংগঠনের শৃংখলা অস্বীকার করা। এটা চতুর্থ প্রকারের।

ঐক্য, অগ্রগতি বা সুষ্ঠুভাবে কর্ম সম্পাদ-নের জন্য ভুল মতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও যুক্তিতর্ক না করা, বরং ব্যক্তিগত আক্রমণ চালানো, ঝগড়া বাধানো, ব্যক্তিগত আক্রোশ প্রকাশ করা বা প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করা। এটা পঞ্চম প্রকারের।

ভুল মতামত শুনেও যুক্তিতর্ক না করা, এমন কি প্রতিবিপ্লবীর কথা শুনেও সে সম্বন্ধে কোনো রিপোর্ট না করা, বরং সেগুলো

নির্বিকারভাবে দেখা যেন কিছুই ঘটে নি। এটা ষষ্ঠ প্রকারের।

জনসাধারণের মধ্যে প্রচার না করা, তাঁদেরকে উৎসাহিত না করা, বক্তৃতা না দেওয়া, তদন্ত ও অনুসন্ধান না করা, তাঁদের সুখদুঃখে মনোযোগ না দেওয়া, তাঁদের সম্বন্ধে উদাসীন থাকা এবং নিজে যে একজন কমিউনিস্ট সে কথা ভুলে নিজকে হেয় করে একজন সাধারণ লোকের মতো আচরণ করা। এটা সপ্তম প্রকারের।

জনসাধারণের স্বার্থের ক্ষতিকর আচরণ দেখেও মনে কোনো ক্ষোভ না জাগা, তাকে উপদেশ দিয়ে বিরত না করা, না থামানো, যুক্তি দিয়ে তাকে না বুঝানো, বরং জেনে শুনেও তাকে সে কাজ করে যেতে দেওয়া। এটা অষ্টম প্রকারের।

কাজকর্মে মনোযোগ না দেওয়া, কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা লক্ষ্য ছাড়াই কাজ করা, তাচ্ছিল্যভরে কাজ করা এবং কোনো মতে চলনসই হওয়া– ''যতদিন মঠের সন্ন্যাসী থাকবো ততদিন ঘণ্টা বাজিয়েই যাবো''। এটা নবম প্রকারের।

বিপ্লবের জন্য নিজে বিরাট অবদান রেখেছেন বলে মনে করা, প্রবীণ অভিজ্ঞ বলে নিজকে জাহির করা, বড় কাজে অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ছোট কাজ করতে না চাওয়া, কাজে অমনোযোগী হওয়া এবং পড়াশুনায় ঢিলে দেওয়া। এটা দশম প্রকারের।

নিজের ভুল জেনেও তা সংশোধনের চেষ্টা না করা, নিজের প্রতি উদারতাবাদ অবলম্বন করা। এটা একাদশ প্রকারের।

আরো কয়েক ধরনের উল্লেখ করা

যায়। কিন্তু এই এগারোটিই হচ্ছে প্রধান।

এ সকলই হচ্ছে উদারতাবাদের অভিব্যক্তি।

বিপ্লবী যৌথ সংগঠনের ভেতরে উদারতাবাদ অত্যন্ত ক্ষতিকর। এটা হচ্ছে একটা ক্ষয়কারক বস্তু, যা ঐক্য ছিন্ন করে, সম্পর্ক শিথিল করে, কাজে নিষ্ক্রিয়তা আনে এবং মতভেদ সৃষ্টি করে। এটা বিপ্লবী বাহিনীকে দৃঢ় সংগঠন ও শৃংখলা থেকে বঞ্চিত করে, নীতিগুলোকে শেষ পর্যন্ত কার্যকরী করা অসম্ভব করে তুলে এবং পার্টি যাঁদের পরিচালিত করে সেই জনসাধারণ থেকে পার্টি-সংগঠনকে পৃথক করে দেয়। এটা অত্যন্ত জঘন্য ঝোঁক।

উদারতাবাদের উৎস ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থপরতার মধ্যেই নিহিত, এটা ব্যক্তিগত

স্বার্থকে প্রথম স্থান দেয় এবং বিপ্লবের স্বার্থকে দেয় দ্বিতীয় স্থান। তাই মতাদর্শগত, রাজনীতিগত ও সংগঠনগত উদারতাবাদের উদ্ভব ঘটে।

উদারতাবাদীরা মার্কসবাদের নীতিগুলোকে বিমূর্ত বেদবাক্য হিসেবে দেখেন। মার্কসবাদকে তাঁরা অনুমোদন করেন, কিন্তু তাকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে বা পুরোপুরি প্রয়োগ করতে প্রস্তুত নন, নিজদের উদারতাবাদের পরিবর্তে মার্কসবাদকে গ্রহণ করতেও তৈরী নন। এই সব লোকের মার্কসবাদ আছে, আবার তাঁদের উদারতাবাদও আছে: মুখে তাঁরা মার্কসবাদের কথা বলেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁরা প্রয়োগ করেন উদারতাবাদ; অন্যদের প্রতি তাঁরা প্রয়োগ করেন মার্কসবাদ, কিন্তু নিজদের

প্রতি প্রয়োগ করেন উদারতাবাদ। দুই ধরনের জিনিসই মজুদ আছে, প্রত্যেকটির ব্যবহার পৃথক। এই হচ্ছে কিছু কিছু লোকের চিন্তাধারার পদ্ধতি।

উদারতাবাদ হচ্ছে সুবিধাবাদের এক প্রকারের বহিঃপ্রকাশ এবং মার্কসবাদের সংগে এর মূলগত সংঘর্ষ রয়েছে। এটা নিষ্ক্রিয় জিনিস এবং বাস্তবক্ষেত্রে এটা শত্রুকে সাহায্য করার ভূমিকা গ্রহণ করে, তাই, শত্রুরা আমাদের মধ্যে এর সংরক্ষণকে স্বাগত জানায়। উদারতাবাদের স্বভাবই এই ; বিপ্লবী বাহিনীতে অবশ্যই এর কোনো স্থান দেওয়া উচিত নয়।

মার্কসবাদের সক্রিয় মনোবল নিয়ে নিষ্ক্রিয় উদারতাবাদকে আমাদের দূর করতে হবে। একজন কমিউনিস্টের মুক্ত মন, বিশ্বস্ত ও

সক্রিয় হতে হবে, বিপ্লবের স্বার্থকে নিজের প্রাণের চেয়েও ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থকে বিপ্লবের স্বার্থের বশে রাখতে হবে; তাঁকে সর্বদা এবং সর্বক্ষেত্রেই সঠিক নীতিতে দৃঢ় থাকতে হবে এবং সমস্ত ভুল চিন্তাধারা ও আচরণের বিরুদ্ধে অক্লান্ত-ভাবে সংগ্রাম করতে হবে, যাতে করে পার্টির যৌথ জীবনকে সুসম্বদ্ধ এবং পার্টি ও জন-সাধারণের মধ্যকার সংযোগকে সুদৃঢ় করা যায় ; ব্যক্তি-বিশেষের চাইতে পার্টির ও জন-সাধারণের সম্বন্ধে এবং নিজের চেয়ে অপরের সম্বন্ধে তাঁকে বেশী যত্নশীল হতে হবে। শুধু এমনি হলেই তাঁকে কমিউনিস্ট বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

সকল অনুগত, সৎ, সক্রিয় এবং ন্যায়-পরায়ণ কমিউনিস্টকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কিছু

সংখ্যক লোকের মধ্যে উদারতাবাদের যে ঝোঁক রয়েছে তার বিরোধিতা করতে হবে, যাতে তাঁরা পরিবর্তিত হয়ে সঠিক পথে আসেন। এটাই হচ্ছে মতাদর্শগত ফ্রণ্টের অন্যতম কর্তব্য।

毛主席的五篇著作
*
外文出版社出版（北京）
1972年版
编号：（孟加拉）1050—1121
00023
1—Be—911Pk